ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of

Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় – মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন

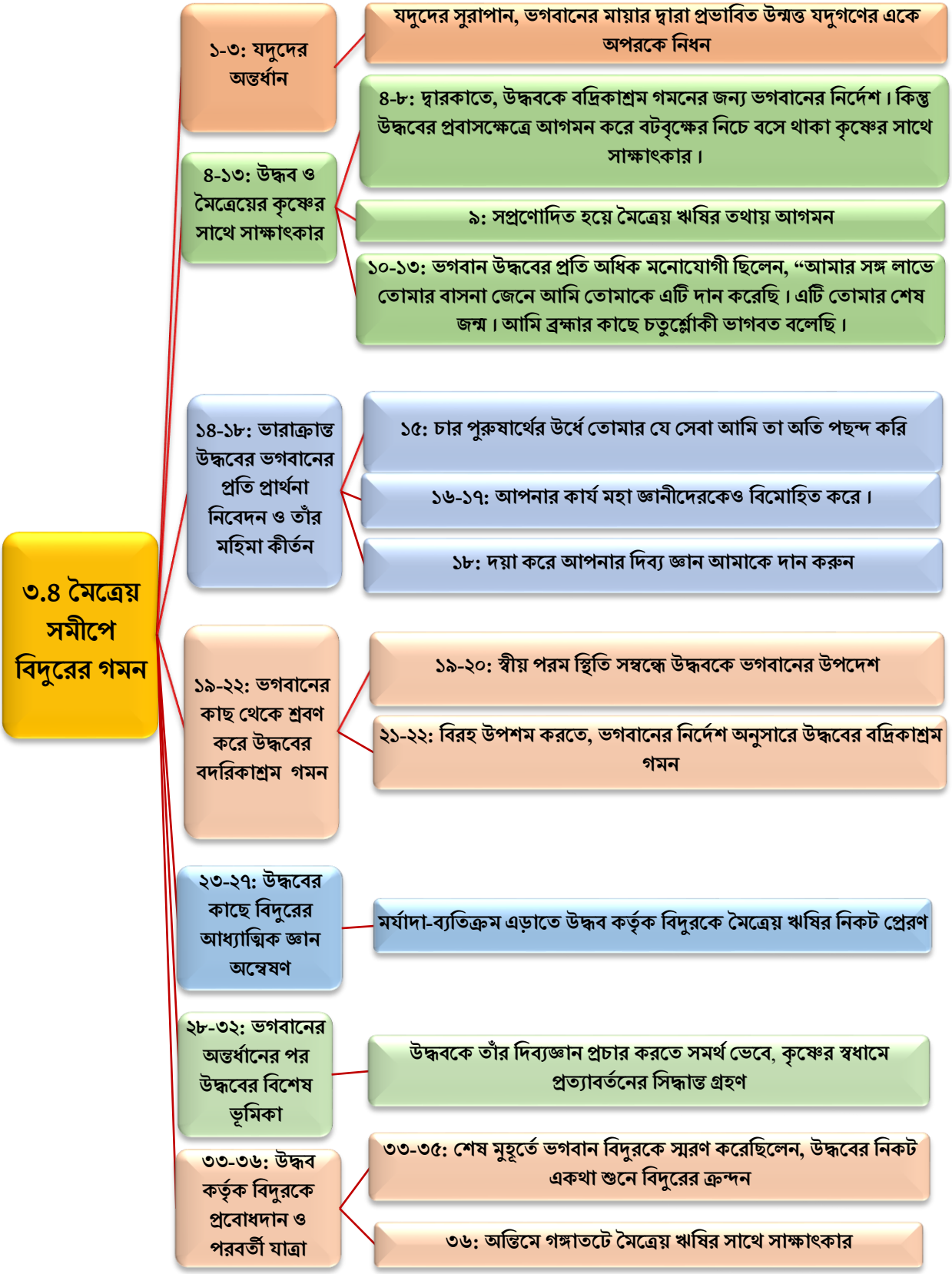

চতুর্থ অধ্যায়ের কথা সার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'শ্রী গৌড়ীয় ভাষ্য' থেকে সংকলিত

চতুর্থ অধ্যায়ে বিদুরের বন্ধুবিনাশ বার্তা শ্রবণের পর উদ্ধবের উপদেশ অনুসারে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য মৈত্রেয় মুনির নিকট আগমনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

উদ্ধব বিদুরকে বললেন, — বৃষ্ণি ও ভোজগণ পৈষ্টী মদিরা পান করে বিকৃতচিত্ত হয়ে পরস্পর মর্ম্মন্তুদ কটূক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের বিনাশ সাধন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়ার এই গতি দেখে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হলেন। এই মৌষললীলা মায়িকী – ইন্দ্রজালতুল্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই আমাকে বদরিকাশ্রমে গমন করার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের কুলসংহারের অভিপ্রায় জেনে এবং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখ সহনে অপারগ হয়ে কৃষ্ণের অনুগমন করেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে একাকী বামউরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম সংস্থাপনপূর্বক উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবিলাসলীলা সমাপন করলেও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে দৃষ্ট হল। সে সময় সেখানে মৈত্রেয় মুনি সমাগত হলেন। সেই শ্রবণোৎসুক মুনির সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলতে লাগলেন, "হে উদ্ধব, তোমার বর্তমান জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম জন্ম, যেহেতু তুমি বৈকুণ্ঠ গমনোদ্যত আমার দর্শন লাভ করতে পারলে; আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে পরমগুহ্য চতুর্শ্লোকী বলেছিলাম, তাই 'ভাগবত' নামে কথিত।" তখন আমিও প্রেমাপ্লুতচিত্তে বলতে লাগলাম, "হে প্রভু, তাঁরা আপনার পাদপদ্মের সেবক, ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কোনটিই তাঁদের পক্ষে দুর্লভ নয়; তারপরও আমি আপনার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করি না। আপনার অচিন্ত্যশক্তি বলে - আপনাতে যে নিস্পৃহত্ব ও লীলাময়ত্ব, অজত্ব ও অবতার প্রাকট্য প্রভৃতি বহু বিরোধীগুণের যুগপৎ মিলন দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর সমাধান করতে বিদ্বানমণ্ডলীর বুদ্ধিও মোহ প্রাপ্ত হয়। যদি আমি শোনার উপযুক্ত হই তা হলে ব্রহ্মার নিকট উপদিষ্ট পরমগুহ্য জ্ঞান কৃপা পূর্বক কীর্তন করুন।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর হয়ে এখানে এসেছি। আমি এখন শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিব। বিদুর উদ্ধবের নিকট বন্ধুবর্গের নিধনবার্তা শুনে শোকবেগ জ্ঞানদ্বারা প্রশমিত করলেন এবং উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আত্মতত্ত্ব প্রকাশক পরমগুহ্য জ্ঞান শ্রবণ করার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন।

উদ্ধব বিদুরকে পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য মৈত্রেয় মুনির নিকট যেতে বললেন। এই সকল কথা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়গণের বিনাশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চলীলা সমাপ্তির পরও উদ্ধব কিরূপে জীবিত থাকলেন, এসকল বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তার উত্তরে শ্রীশুকদেব বললেন যে, ব্রহ্মশাপই যদুকুলনাশের মূলকারণ নয়, শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই একমাত্র কারণ। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, যে, তিনি প্রাপঞ্চিক লোক পরিত্যাগ করলে তাঁর একমাত্র পরমপ্রিয় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ উদ্ধবই জগতে ভগবদবিষয়কজ্ঞান প্রচার করতে সমর্থ হবেন। অতএব উদ্ধবই জগতে অবস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলা পণ্ডিতগণের প্রেমবর্ধক বটে, কিন্তু ভগবদ্বহির্মুখ পশুস্বভাব পাষণ্ড কুলের দুর্বিভাব্য। বিদুর শ্রীকৃষ্ণের কৃপালুতা স্মরণ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন, অবশেষে ভাগীরথী তীরে মৈত্রেয় ঋষির নিকট উপস্থিত হলেন।

১-৩: যদুদের অন্তর্ধান

🕮 ৩.৪.১ — মদিরা পানান্তে উন্মত্ত যাদবদের পরস্পরের প্রতি মর্মস্পর্শী কটূক্তি –

শ্রীউদ্ধব বললেন- তারপর তাঁরা সকলে (বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ) সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপন করে মদিরা পান করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা সকলে হতজ্ঞান হয়ে উন্মত্তের মতো পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের মর্ম স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – নেশা করা এতই ক্ষতিকর যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত উন্মত্ত হয়ে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক ভুলে যেতে পারেন।

📖 ৩.৪.২ — বাঁশের ঘর্ষণের ন্যায় বিনাশ –

বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যেমন বিনাশ সংঘটিত হয়, তেমনই সূর্য অস্তগত হলে সুরাপানে তাঁদের সকলের চিত্ত বিকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের বিনাশ সাধন হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

- বনে যখন অগ্নির অবশ্যকতা হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, বাঁশের পরস্পরের সংঘর্ষে সেই আগুন উৎপন্ন হয়। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত যদুবংশীয়েরা আত্মবিনাশের প্রক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলেন।
- ভগবান চেয়েছিলেন যে, এইভাবে তাদের ধ্বংস হোক। তাই, তাঁরা ভগবানের আজ্ঞা পালন করেছিলেন, যা তদনুজ্ঞাত শব্দে সূচিত হয়েছে।

📖 ৩.৪.৩ — সরস্বতী নদীতটে বৃক্ষমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে (তাঁর বংশের) গতি দর্শন করে সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন এবং আচমন করে একটি বৃক্ষের মূলে উপবেশন করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁদের কিভাবে বিনাশ সম্ভব, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে - সবকিছু সম্পাদিত হয়েছিল স্বয়ং ভগবানের দ্বারা (সাত্মমায়ায়াঃ)।
- ভগবানের এই লীলা সমূহ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া - প্রকৃতির প্রকাশ নয়। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির এই প্রদর্শন নিত্য, এবং তাই কখনও মনে করা উচিৎ নয় যে, আসবপানে উন্মত্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে যদু ও ভোজেরা নিহত হয়েছিলেন।
- শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর টীকায় এই সমস্ত ঘটনাকে ইন্দ্রজালবৎ বলে বর্ণনা করেছেন।

৪-১৩: উদ্ধব ও মৈত্রেয়ের কৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎকার

📖 ৩.৪.৪ — প্রপন্নার্তিহরণকারী ভগবান কর্তৃক উদ্ধবের প্রতি বদরিকাশ্রমে গমনের নির্দেশ –

ভগবান শরণাগতের দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন। তাই, তাঁর স্বীয় বংশ ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা করে, তিনি পূর্বেই আমাকে বদরিকা আশ্রমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- দ্বারকাতে অবস্থানকালে ভগবান উদ্ধবকে তাঁর তিরোধান এবং যদুবংশ ধ্বংসজনিত কষ্ট এড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বদরিকা আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেননা সেখানে তিনি নর-নারায়ণের ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে শ্রবণ, কীর্তন, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করতে পারবেন।

📖 ৩.৪.৫ — বিচ্ছেদ-দুঃখ সহনে অসমর্থ হয়ে উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণ অনুগমন –

হে শত্রুদমনকারী বিদুর! তাঁর যদুবংশ ধ্বংসের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-বিচ্ছেদের দুঃখ সহনে অসমর্থ হয়ে, আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম।

📖 ৩.৪.৬ — সরস্বতী নদীর তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একাকী নিরাশ্রয় এবং গভীর চিন্তামগ্নরূপে উদ্ধবের দর্শন –

এইভাবে তাঁকে অনুসরণ করে, আমার সংরক্ষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একাকী উপবিষ্ট অবস্থায় আমি দর্শন করেছিলাম। যদিও তিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ, তবুও তিনি নিরাশ্রয়ভাবে সেখানে বিরাজ করছিলেন।

🕮 ৩.৪.৭ — ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শন করে তাঁকে উদ্ধবের তৎক্ষণাৎ চিহ্নিতকরণ –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়। তাঁর নেত্রদ্বয় প্রশান্ত এবং প্রভাত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ। তাঁর চতুর্ভুজ ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ, এবং পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রের দ্বারা আমি তৎক্ষণাত চিনতে পেরেছিলাম যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তাৎপর্য বিচার

- সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বীরা প্রায়ই বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
- যেহেতু তিনি সব কিছুরই অধীশ্বর, তাই তাঁর আশ্রয় সর্বত্রই রয়েছে, এবং সমস্ত স্থানই তাঁর আশ্রয়াধীন।
- অতএব তিনি যখন অনিকেতন সন্ন্যাসীদের মতো সরস্বতী নদীর তীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

🕮 ৩.৪.৮ — নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে ভগবানের তাৎপর্যপূর্ণ আসনে উপবেশন –

তিনি একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে, বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সর্বপ্রকার গৃহসুখ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং ভগবানের আসনের তাৎপর্য

- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠাদেশ রেখে ভগবানের উপবেশন করার ভঙ্গিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
- সেই বৃক্ষটিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হয় কেননা তাঁর মৃত্যু হয় না; তা দীর্ঘকাল ধরে জীবিত থাকে।
- তাঁর চরণযুগল এবং তাদের শক্তিসমূহ হচ্ছে জড় উপাদান সমূহ, সেগুলিকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।
- অশ্বত্থ বৃক্ষ যে সমস্ত ভৌতিক শক্তি সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তাই, তা ভগবানের পৃষ্ঠদেশে ছিল।
- **অর্ভক অশ্বত্থম্** – এই ব্রহ্মাণ্ডটি যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব চাইতে ক্ষুদ্র, তাই, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে নবীন বা বালকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।
- **ত্যক্তপিপ্পলম্** শব্দটির দ্বারা এই সূচিত হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ছোট ব্রহ্মাণ্ডটিতে তাঁর লীলা সমাপ্ত করেছিলেন।
- কিন্তু ভগবান যেহেতু পরম এবং নিত্য আনন্দময়, তাই তাঁর কোন বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবান এখন এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করে অন্য আরেকটি ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য কোন বিশেষ গ্রহলোকে উদিত হয়ে অন্য আর একটি গ্রহলোকে অস্তমিত হয়, কিন্তু তাতে তার স্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না।

🕮 ৩.৪.৯ — মৈত্রেয় ঋষির আগমন –

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সুহৃৎ ও সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষি ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা

- ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। মৈত্রেয় ছিলেন একজন মহান ঋষি এবং একজন বিদ্বান দার্শনিক, কিন্তু তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, তাই সেই সময় ভগবানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর অজ্ঞাত সুকৃতিরর বলে।
- শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সেই স্তরে উন্নীত না হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা অজ্ঞাত সুকৃতি বা নিজের অজান্তে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফল।

🕮 ৩.৪.১০ — শ্রদ্ধাবনত মস্তক ও প্রসন্ন চিত্তে মৈত্রেয় মুনির ভগবানের কথা শ্রবণ এবং উদ্ধবের প্রতি অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টিতে ভগবানের বানী –

শ্রীভগবানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হয়েছিল। ভগবৎ কথা শ্রবণপরায়ণ সেই মুনির সম্মুখে ভগবান মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তি অপনোদন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য বিচার

শুদ্ধভক্ত এবং জ্ঞানী ভক্ত

- যদিও উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়েই ছিলেন মহাত্মা, তবুও ভগবানের মনযোগ উদ্ধবের প্রতিই অধিক ছিল, কেননা তিনি ছিলেন একজন নির্মল শুদ্ধ ভক্ত। জ্ঞানী ভক্ত বা যাঁর ভক্তি অদ্বৈতবাদের দ্বারা মিশ্রিত, তিনি শুদ্ধভক্ত নন। মৈত্রেয় ঋষি যদিও ছিলেন একজন ভক্ত, তবুও তাঁর ভক্তি ছিল মিশ্রা।
- বৃন্দাবনের গোপিকারা মহা বিদ্বান-পণ্ডিত ছিলেন না অথবা সিদ্ধ যোগীও ছিলেন না। তাঁদের কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ছিল, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন তাঁদের জীবন সর্বস্ব, এবং গোপিকারাও ছিলেন ভগবানের জীবন সর্বস্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সঙ্গে গোপিকাদের সম্পর্ককে পরম শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করেছেন।

📖 ৩.৪.১১ — অষ্ট বসুর অন্যতম উদ্ধবের হৃদয়ে ভগবৎ সঙ্গ লাভের বাসনা অবগত হয়ে ভগবানের তা প্রদান –

হে বসু! পুরাকালে যখন অষ্ট বসু এবং অন্যান্য দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য বিস্তারের জন্য যজ্ঞ করেছিলেন, তখন তুমি আমার সঙ্গ লাভের বাসনা করেছিলে। তোমার অন্তরে অবস্থান করে তোমার মনের সেই বাসনা আমি জানতে পেরেছিলাম। অন্যদের জন্য যদিও তা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি তোমাকে তা দান করেছি।

তাৎপর্য বিচার

- সকলের হৃদয়ে পরা চেতনার প্রতিনিধি রয়েছেন, যিনি জীবের আংশিক চেতনায় স্মৃতিদান করেন। আংশিক চেতনারূপে জীব তার পূর্বজীবনের ঘটনাবলীর কথা ভুলে যায়, কিন্তু পরা চেতনা বা অন্তর্যামী পরমাত্মা তাকে তার পূর্ণলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে স্মরণ করিয়ে দেন কিভাবে আচরণ করতে হবে।
- সকলেই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে পারে বা বাসনা করতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার উপর। এই নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়, "মানুষ প্রস্তাব করে, আর ভগবান তা অনুমোদন করেন।"
- ভগবানের কৃপায়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল জানতে পারে যে, ভগবানের ব্যাক্তিগত সঙ্গলাভ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

📖 ৩.৪.১২ — বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশের জন্য উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রদান –

হে সাধো! তোমার সমস্ত জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই চরম জন্ম, কেননা তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করেছ। এখন তুমি এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে আমার দিব্য ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করতে পার। তোমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে এই নির্জন স্থানে তুমি আমার দর্শন লাভ করলে।

তাৎপর্য বিচার

- পূর্ণাঙ্গ জীবের পক্ষে মুক্ত অবস্থায় ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান যতটুকু জানা সম্ভব, কোন জীব যখন পূর্ণরূপে সেই জ্ঞানে নিষ্ণাত হন, তখন তিনি চিৎ জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন, যেখানে বৈকুণ্ঠলোকসমূহ অবস্থিত।
- ভগবান সর্বত্রই সর্বদা বিরাজমান, এবং তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব শুধু বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের অনুভবের বিষয় মাত্র। তিনি ঠিক সূর্যের মতো। আকাশে সূর্যের আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় না; মানুষের অনুভূতিতেই কেবল সকালে সূর্যের উদয় হয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। ভগবান যুগপৎ বৈকুণ্ঠে এবং বৈকুণ্ঠের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান।

📖 ৩.৪.১৩ — চতুঃশ্লোকী ভাগবত –

হে উদ্ধব! পুরাকালে পদ্ম কল্পে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করেছিলাম, মনীষিগণ তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবান বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করা। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত সেই চারটি শ্লোকের নির্বিশেষ বিশ্লেষণ এখানে নিরস্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীও বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সংক্ষিপ্ত রূপটি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক, এবং তা কখনই নির্বিশেষবাদ প্রতিপন্ন করেনি।

১৪-১৮: ভারাক্রান্ত উদ্ধবের ভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন ও তাঁর মহিমা কীর্তন

🕮 ৩.৪.১৪ — ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে এবং সাদর উক্তি শ্রবণ করে উদ্ধবের প্রতিক্রিয়া –

উদ্ধব বললেন- হে বিদুর ! পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হয়ে এবং তাঁর সাদর উক্তি শ্রবণ করে গভীর আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন আমি আমার অশ্রু মুছে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এই রকম বলেছিলাম।

🕮 ৩.৪.১৫ — ভক্তের কাছে চতুবর্গ সুলভ হওয়া সত্ত্বেও ভক্তের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণসেবা লাভ –

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥

হে প্রভু! যে ভক্ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নয়। কিন্তু হে মহান! আমি কেবল আপনার চরণারবিন্দের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত হতে চাই।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তেরা কখনও সাযুজ্য বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি স্বীকার করেন না।

- শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত হতে চান এবং তাঁর ব্যক্তিগত লাভের কোন রকম চিন্তা তিনি করেন না।

🕮 ৩.৪.১৬ — ভগবানের লীলাবিলাস পরস্পর বিরোধী –

হে প্রভু! আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন- এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের পরস্পর বিরোধী লীলাবিলাস ও তাঁদের সমাধান

- ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন তাই তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত, কেননা ভগবানের ভক্তরা তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করে সন্তুষ্ট থাকেন। তা তাঁদের সব রকম অপ্রাকৃত আনন্দ দান করে। কিন্তু ভগবানের কোন কোন লীলা এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের কাছেও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে তাঁর লীলার কয়েকটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।
- পরস্পরবিরোধী ঘটনাসমূহ –
  - পরমেশ্বর ভগবান ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে ভগবান এত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন কি করে, যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তার জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে কোন কিছু করণীয় নেই ?
  - ভগবান যদি জন্মরহিত হন, তাহলে তিনি বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কি করে ?
  - মহা ভয়সরূপ কালও তাঁর ভয়ে ভীত, তবুও ভগবানের জড়াসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তার ভয়ে ভীত হয়ে দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।
  - যিনি তাঁর নিজের মধ্যেই পূর্ণ, তিনি বহু স্ত্রী লোকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কেন ? বহু স্ত্রীর পানিগ্রহণ করে, একজন গৃহস্থের মত তিনি কেন পুত্র কন্যা, পিতা মাতা আদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন ?
- এই আপাতবিরোধী ঘটনাবলী মহাজ্ঞানী বিদ্বৎ জনদেরও বিমোহিত করে, এবং এইভাবে বিমোহিত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, নিষ্ক্রিয়তাই সত্য নাকি তাঁর কার্যকলাপগুলি শুধু অভিনয় মাত্র।
- **সমাধান** এই যে, **এই জড় স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত।** জড়বাদী মনোধর্মীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারণা অবশ্যই সমস্ত জড় কার্যকলাপের নিষেধসূচক, কিন্তু পরব্রহ্মের ধারনা অপ্রাকৃত কার্যকলাপে পূর্ণ। যিনি ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পরমার্থবাদী। ভগবানের কার্যকলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ ভীষ্মদেব কর্তৃক (শ্রীমদ্ভাগবতে ১/৯/১৬) নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি।।

🕮 ৩.৪.১৭ — ভগবানের পরস্পর বিরোধী লীলায় উদ্ধবেরও বিমোহন –

হে প্রভু! কালের দ্বারা অখণ্ডিত, অন্তহীন জ্ঞান সমন্বিত, এবং সংশয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে ডেকে এনে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, আপনি মোহপ্রাপ্ত না হয়েও যে, মোহাচ্ছন্নের মতো এই সব আচরণ করতেন, তা আমাকে বিমোহিত করছে।

তাৎপর্য বিচার

- উদ্ধব কখনও বিমোহিত হননি, কিন্তু তিনি এখানে বলেছেন যে, এই সমস্ত পরস্পর -বিরোধী বিষয় তাঁকে বিমোহিত করছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল নিকটে উপবিষ্ট মৈত্রেয়ের কল্যান সাধন করা।
- ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, যদিও তাঁর কার্যকলাপে কোন রকম বিরোধ নেই। তাই, তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

🕮 ৩.৪.১৮ — চতুঃশ্লোকী ভাগবতের জ্ঞান শ্রবণে উদ্ধবের আগ্রহ এবং ভগবানকে বর্ণনের অনুরোধ –

হে প্রভু! আপনি আপনার নিজের রহস্য প্রকাশ করে, যে পরম গুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তা যদি আমাদের গ্রহণের যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে কৃপা করে তা ব্যাখ্যা করুন। তা শ্রবণ করলে আমরা অনায়াসে সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে পারব।

তাৎপর্য বিচার

ভক্তের প্রকৃত দুঃখ ও তার নিবৃত্তির উপায়

উদ্ধবের মত শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম ক্লেশ হয় না, কেননা তিনি নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভগবানের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই কেবল ভক্তেরা দুঃখ অনুভব করেন। **নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ ভক্তকে জীবিত রাখে**, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন কৃপাপূর্বক তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান প্রকাশ করেন, যা তিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন।

১৯-২২: ভগবানের কাছ থেকে শ্রবণ করে উদ্ধবের বদরিকাশ্রম গমন

🕮 ৩.৪.১৯ — উদ্ধবের হৃদয়ের বাসনা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে স্বীয় স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান –

আমি যখন পরমেশ্বর ভগবানকে আমার হৃদয়ের বাসনার কথা বলেছিলাম, তখন কমলনয়ন ভগবান আমাকে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবান যখন চতুঃশ্লোকী ভাগবত (২/৯/৩৩-৩৬) ব্যাখ্যা করছিলেন, তখনও তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে পর্যন্ত তিনি বলননি। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতির কথা কেবল উদ্ধবকেই বলেছিলেন।
- যে সমস্ত ভক্ত কর্মমিশ্রা ভক্তি এবং যোগের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের কাছে ভগবান এই গোপনীয় এবং অন্তরঙ্গ প্রেম সচরাচর প্রকাশ করেন না।

🕮 ৩.৪.২০ — বিরহকাতর চিত্তে উদ্ধবের উপস্থিতি –

আমি আমার গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরম তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অধ্যয়ন করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ও তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর চিত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

তাৎপর্য বিচার

- **ব্যক্তি ভাগবত শ্রীউদ্ধব** – শ্রীউদ্ধবের জীবন হচ্ছে ভগবান কর্তৃক প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রদত্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপস্বরূপ। মায়াবাদীরা তাদের অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি অত্যন্ত মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের ভিন্ন প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করে। সেই ধরনের অপ্রামাণিক জল্পনা-কল্পনাকারীদের যথার্থ উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে।

শঙ্করাচার্যের অবস্থান ও উদ্দেশ্য –

- অনাধিকারী শুষ্ক মনোধর্মীরা শঙ্করাচার্যের অবস্থান ও উদ্দেশ্য অনর্থক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের শরণ গ্রহণ করে, কিন্তু শঙ্করাচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেছিলেন। আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ভগবৎ বিদ্বেষী বৌদ্ধ দর্শনকে পরাস্ত করার জন্য এই প্রকার দর্শনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এই সিদ্ধান্ত চিরকাল জন্য গ্রহণ করা হোক। সেটি ছিলো একটা জরুরী অবস্থা। শঙ্করাচার্য তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত, তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখার সাহস করেননি, কেননা তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সরাসরিভাবে অপরাধ হত।

শ্রীমদ্ভাগবত কাদের জন্য নয় ? –

- যারা ধর্ম,অর্থ, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, শ্রীমদ্ভাগবত প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য নয়, তাই তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে শ্রীল ব্যাসদেব তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/২)। শ্রীমদ্ভাগবতের মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীও অবশ্যই মোক্ষবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের শ্রীমদ্ভগবত চর্চা করতে নিষেধ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গমের শর্ত –

- উদ্ধবের মত ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হলে-নিরন্তর ভগবৎ প্রেমজনিত বিরহ অনুভব না করলে, যা চৈতন্য মহাপ্রভুও প্রদর্শন করেছিলেন-শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ এই চারটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

📖 ৩.৪.২১ — ভগবানের দর্শনবিরহে উন্মত্ত এবং ভগবানেরই উপদেশক্রমে বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত উদ্ধব –

হে প্রিয় বিদুর ! তাঁর দর্শন-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমি এখন উন্মত্তের মতো হয়েছি এবং সেই বেদনা অপনোদনের জন্য আমি এখন সঙ্গ লাভের জন্য হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে যাচ্ছি, যে সম্বন্ধে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের বিরহ এবং মিলন –

উদ্ধবের মতো ভগবদ্ভক্ত ভগবানের বিরহ এবং মিলন এই দুই অনুভূতির মাধ্যমে নিরন্তর ভগবানের সাহচর্য করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা থেকে পলকের জন্যও বিরত হন না। ভগবানের সেবা সম্পাদন করাই শুদ্ধ ভক্তের মুখ্য বৃত্তি। উদ্ধবের পক্ষে ভগবানের বিরহ অসহ্য ছিল, তাই ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি বদরিকা আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কেননা ভগবানের আদেশ এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যতক্ষণ মানুষ ভগবানের আদেশ পালনে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাঁর থেকে কেউ বাস্তবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না।

📖 ৩.৪.২২ — বদরিকাশ্রমে লোক কল্যাণের উদ্দেশ্য নরনারায়ণ ঋষির দীর্ঘকাল তপস্যা –

সেই বদরিকা আশ্রমে ভগবান নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিরূপে অবতরণ করে সম্সত সৎ জীবাত্মাদের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করছেন।

তাৎপর্য বিচার

বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশের গ্রহপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে চারটি ভগবদ্ধাম রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে - বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর, জগন্নাথপুরী এবং দ্বারকা।

২৩-২৭: উদ্ধবের কাছে বিদুরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণ

📖 ৩.৪.২৩ — উদ্ধবের কাছ থেকে সুহৃদবর্গের বিনাশবার্তা শ্রবণ করে দিব্যজ্ঞান দ্বারা বিদুরের স্বীয় শোক প্রশমন –

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন- উদ্ধবের কাছ থেকে বিদ্বান বিদুর তাঁর আত্মীস্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বার্তা শ্রবণ করে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তাঁর অসহ্য শোক প্রশমিত করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, দীর্ঘকাল দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ফলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বিনাশে শোক করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, তবে উচ্চতর দিব্যজ্ঞানের দ্বারা এই শোককে প্রশমিত করার উপায় জানা কর্তব্য।

🕮 ৩.৪.২৪ — বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত উদ্ধবের প্রতি বিদুরের উক্তি –

ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যখন বদরিকা আশ্রমে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁর প্রতি স্নেহ এবং বিশ্বাসবশত এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – ভক্তদের মধ্যে বিনীত এবং নম্র আচরণের বিধি

বয়সে নবীন হলেও উদ্ধব ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাই এখানে তাঁকে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদুর সেই কথা ভালভাবে জানতেন এবং তাই তিনি উদ্ধবকে এত সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করেছেন। ভক্তদের মধ্যে বিনীত এবং নম্র আচরণের এইটিই হচ্ছে বিধি।

🕮 ৩.৪.২৫ — ভগবানের সেবকদের সর্বত্র বিচরণ করার উদ্দেশ্য –

বিদুর বললেন- হে উদ্ধব ! যেহেতু ভগবানের সেবকেরা অন্যদের সেবা করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন, তাই ভগবান স্বয়ং যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করেছেন, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্বক বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

তাৎপর্য বিচার

দিব্যজ্ঞান

- **কি এবং কেন?** – এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান যা **মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে সাহায্য করতে পারে।**
- **জড় জ্ঞানের সাথে এর পার্থক্য** – আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, যা বিভিন্ন শাখা - প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। জীব তাঁর জড় দেহ নয়, পক্ষান্তরে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তার আত্মজ্ঞানের পূনর্জাগরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই জ্ঞান বিনা মানব জীবন ব্যর্থ হয়।
- **কাদের কাছে এইটি পাওয়া যায় ?** – এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহলোকে বিচরণ করেন। ভগবানের সেবকরাই হচ্ছেন সমাজের প্রকৃত সেবক। জনসাধারণকে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আলোক প্রদান করা ছাড়া মানবসমাজে তাঁদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।
- **এর যোগ্য প্রার্থী কারা ?** – তা মানবসমাজে, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত বিদুরের মতো ব্যক্তিদের কাছে বিতরণ করার যোগ্য বিষয়।
- **কিভাবে লাভ করতে হয় ?** – প্রকৃত দিব্যজ্ঞান ভগবান থেকে উদ্ধব, উদ্ধব থেকে বিদুর এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে অবতরণ করে।
- **কিভাবে কখনও লাভ করা যায় না ?** – এই পরম দিব্যজ্ঞান কুতার্কিক আদি তথাকথিত জ্ঞানীদের অপূর্ণ জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কখনও লাভ করা যায় না।
- **কার কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত ?** – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, এই দিব্যজ্ঞান যাঁর কাছেই পাওয়া যায়, তা তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন - যদি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করা উচিত। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব- বিজ্ঞান তত্ত্বত অবগত, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরু।

🕮 ৩.৪.২৬ — উদ্ধব কর্তৃক বিদুরকে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত মৈত্রেয়ের প্রতি নির্দেশ –

শ্রীউদ্ধব বললেন- আপনি মহর্ষি মৈত্রের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন, যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন এবং যিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে পূজনীয়। এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – মর্যাদা-ব্যতিক্রম

- পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ণাত হলেও, মর্যাদা-ব্যতিক্রম বা ধৃষ্টতা পূর্বক শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি কে অতিক্রম করার অপরাধ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।
- **এর ফলাফল** – শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মর্যাদা ব্যতিক্রমের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, কেননা তার ফলে আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, পুণ্য, এবং সারা জগতের আশীর্বাদ ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। দিব্য জ্ঞানে নিষ্ণাত হতে হলে পারমার্থিক বিজ্ঞানের পন্থা জানা অত্যন্ত আবশ্যক।
- বিদুর উদ্ধবকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ধব সেই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন কেননা বিদুর ছিলেন উদ্ধবের পিতার বয়সী এবং তাই উদ্ধব তাঁকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে চাননি, বিশেষ করে মৈত্রেয় যখন নিকটেই উপস্থিত ছিলেন।

- নিয়ম হচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির উপস্থিতিতে সুযোগ্য এবং পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, উপদেশ দিতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।
- যেহেতু উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়ই সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাই বিদুর বা অন্য যে কোন ব্যক্তির গুরু হওয়ার যোগ্যতা দুইজনেরই ছিল, কিন্তু মৈত্রেয় বয়সে প্রবীণ হওয়ার ফলে গুরু হওয়ার প্রথম অধিকারি ছিলেন, বিশেষ করে বিদুরের জন্য যিনি ছিলেন উদ্ধব থেকে বয়সে অনেক বড়।
- লাভ এবং যশ সংগ্রহের জন্য সস্তা গুরু হওয়ার বাসনা করা উচিত নয় নয়, পক্ষান্তরে, ভগবানের সেবার জন্যই কেবল গুরু হওয়া উচিত। ভগবান কখনই মর্যাদা-ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারেন না। নিজের ব্যক্তিগত লাভ এবং যশের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুর প্রাপ্য সম্মান কখনও অতিক্রম করা উচিত নয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে কপট গুরু হওয়ার দৃষ্টটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

📖 ৩.৪.২৭ — যমুনার তীরে বিদুরের সাথে কৃষ্ণ কথা সংলাপে রাত্রিযাপনান্তে উদ্ধবের সেই স্থান হতে প্রস্থান –

শুকদেব গোস্বামী বললেন- হে রাজন্! যমুনার তীরে বিদুরের সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্ধব গভীর শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিটি যেন মুহূর্তের মতো অতিবাহিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিশ্বমূর্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধব ও বিদুর উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ফলে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা যতই ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং গুণের আলোচনা করেছিলেন, ততই তাঁরা ভগবানের রূপ তাঁরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। ভগবানের এই দিব্যরূপ এইভাবে দর্শন করা মিথ্যা নয় অথবা কাল্পনিক নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে পরম সত্য।

২৮-৩২: ভগবানের অন্তর্ধানের পর উদ্ধবের বিশেষ ভূমিকা

📖 ৩.৪.২৮ — পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন –

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন- সমস্ত বীর যোদ্ধাদের দলপতিদের দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হলে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরিও যখন তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন, তাহলে কেবল উদ্ধব কিভাবে অবশিষ্ট রইলেন?

তাৎপর্য বিচার

- শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে **নিধনম্** শব্দটির অর্থ ভগবানের দিব্য ধাম। নি শব্দটির অর্থ সর্বোচ্চ, এবং ধনম্ শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য । যেহেতু ভগবানের ধাম অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের চরম প্রকাশ, তাই তাঁর ধামকে বলা যায় নিধনম্।
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর **আকৃতিম্** শব্দটির অর্থ স্পষ্টীকরণ করে বলেছেন, লীলা। **আ** শব্দের অর্থ পূর্ণ, এবং **কৃতিম্** শব্দটির অর্থ দিব্য লীলা সমূহ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের ঐকান্তিক পাঠকদের জীব গোস্বামী এবং বিশনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহান আচার্যদের টীকা এবং ভাষ্য অনুসরণ করা প্রয়োজন। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কাছে এই সমস্ত আচার্যদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ব্যাকরণের বাক্যজাল মনে হতে পারে, কিন্তু গুরুপরম্পরা ধারায় নিষ্ঠাবান অধ্যয়নকারীর কাছে মহান আচার্যদের বিশ্লেষণ সর্বতোভাবে সমীচীন।
- **উপগতেষু** শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃষ্ণি এবং ভোজবংশের সমস্ত সদস্যেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
- কখনও কখনও, ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে চলেছেন যে ভক্ত, তিনি ঔৎসুক্যবশত পৃথিবী থেকে উচ্চতর লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হতে পারেন, এবং পুর্ণতা প্রাপ্তির পথে তা দর্শন করার ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু বৃষ্ণি এবং ভোজেরা সরাসরি ভগবদ্ধামে প্রেরিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের ভৌতিক কোন গ্রহ লোকের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না।
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, অমর কোষ অভিধান অনুসারে, আকৃতি-র অর্থ **'ইঙ্গিত'**। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পর উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছিলেন, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা পালন করে ছিলেন। এই পৃথিবী থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার পর এখানে উদ্ধবের একলা থাকার সেটিই ছিল কারণ।

📖 ৩.৪.২৯ — শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উত্তর – ভগবানের ইচ্ছাই পরম কারণ, ব্রহ্মশাপ কেবল ছলনা মাত্র –

শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন- হে রাজন্! ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল কেবল একটি ছলনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম ইচ্ছাই তাঁর লীলা সংবরণের প্রকৃত কারণ ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত পরিবর্ধিত তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার পর, তিনি স্বয়ং পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে, এইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের অন্তর্ধান রহস্য

- এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিষয়ে **ত্যক্ষ্যন্** শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের শাশ্বত বিগ্রহ, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মা অভিন্ন। তাহলে তাঁর পক্ষে দেহ ত্যাগ করে এই পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হওয়া কি করে সম্ভব ? অভক্ত এবং মায়া বাদী দের মধ্যে ভগবানের রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্বন্ধে মহা মতবিরোধ রয়েছে, এবং শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সন্দেহ নিরশন করেছেন।
- ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বহু রূপ রয়েছে।
- এই শ্লোকে **স্ফীতম্** শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি তাঁর বিরাটরূপ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর আদি শাশ্বত রূপ নয়, কেননা তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ পরিবর্তন করার কোন সম্ভাবনা নেই। ভগবানের ভক্তেরা এই সরল সত্যটি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্বিমুখ অভক্তেরা, হয় এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, নয়তো ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের নিত্যত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করে। তার কারণ হচ্ছে বিপ্রলিপ্সা নামক বদ্ধ জীবের দোষ।
- ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাতেও এখন পর্যন্ত দেখা যায় যে, ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ ভক্তগণ কর্তৃক বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হন, এবং ভগবানের সমস্ত ভক্তেরাই বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন।
- ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির এই অচিন্ত্য কার্য ভগবদগীতায় (৭/২৫) বর্ণিত হয়েছে- *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*। সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার ভগবান রাখেন।
- পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*। ভগবানের নাম এবং রূপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিন্তু তিনি বদ্ধ জীবের গোচরীভূত হন, তখন তিনি বিরাট রূপ ধারন করেন।
- এটি তাঁর রূপের একটি অতিরিক্ত জড় প্রদর্শন এবং বিশেষ্য ও বিশেষণের ন্যায়ের দ্বারা তা অনুমোদন করা হয়। ব্যাকরণে যখন বিশেষণকে বিশেষ্য থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়, তখন বিশেষণের দ্বারা বিশেষীকৃত বিষয়ের পরিবর্তন হয় না। তেমনই ভগবান যখন তাঁর বিরাট রূপ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর শাশ্বত স্বরূপের পরিবর্তন হয় না।
- পঞ্চম স্কন্ধে দেখা যাবে ভগবান কিভাবে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লোকে পূজিত হন, এবং কিভাবে এই পৃথিবীতেও বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পূজিত হন।
- শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁদের টীকায় বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রামাণিক উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবানের তিরোধান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বিচার করেছেন। এই গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি না করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আর সেগুলি উল্লেখ করছি না।
- ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনাকারী ব্রহ্মার নিমন্ত্রণে ভগবান অবতরণ করেছিলেন, তখন সমস্ত বিষ্ণুরূপসমূহ তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছেলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর, তাঁরা সকলে আবার যথারীতি তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যান।

📖 ৩.৪.৩০ — উদ্ধবকে নিয়ে ভগবানের চিন্তা –

আমি এই জড় জগতের দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হলে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবই কেবল আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সম্যকভাবে অবগত হওয়ার যোগ্য হবেন।

তাৎপর্য বিচার

- এই শ্লোকে জ্ঞানং **মদাশ্রয়ম্** কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্যজ্ঞান তিনটি বিভাগে বিভক্ত, যথা-
  - নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান,
  - সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাজ্ঞান ও
  - ভগবানের স্বরূপজ্ঞান।
- এই তিনটির মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপের দিব্যজ্ঞান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাঁকে বলা হয় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান শুদ্ধভক্তির মাধ্যমেই কেবল উপলব্ধ হয়, অন্য কোন উপায়ে নয়।
- ভগবদগীতায় (১৮/৫৫) সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*–"ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তেরাই কেবল ভগবানের দিব্য স্থিতি তত্ত্বত জানতে পারেন।"

- সেই সময় উদ্ধবকে ভগবানের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে এই জগতের দৃষ্টির অন্তরালে ভগবান চলে গেলে, মানুষ যেন উদ্ধবের জ্ঞানের সুযোগ নিতে পারেন।
- ভগবান যে উদ্ধবকে বদরিকা আশ্রমে গিয়ে তাঁর নর-নারায়ণ রূপে বিরাজমান বিগ্রহের সঙ্গ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এইটি হচ্ছে তার একটি কারণ।
- পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ থেকে সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন, তাই ভগবানের ভক্ত ভগবানের কৃপার প্রভাবে নিশ্চিতভাবে প্রগতি লাভ করার জন্য ভগবানের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

📖 ৩.৪.৩১ — উদ্ধবের এই জগতে অবস্থান করার কারণ ও উদ্দেশ্য –

উদ্ধব আমার থেকে কোন অংশেই কম নয়, কেননা তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করুন।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা

- ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে জড়া-প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।
- **শুদ্ধসত্ত্ব বা 'বসুদেব' স্তর** – জড় জগতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেহেতু সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়াই যথেষ্ঠ নয়। ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে, জড়া-প্রকৃতির কোন গুণের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে, শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে হয়। অপ্রাকৃত গুণের এই শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরকে 'বসুদেব' বলা হয়, এবং এই স্তরে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান যেমন জড়া-প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এইটিই হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা।
- **জীবন্মুক্ত** – যিনি এই অপ্রাকৃত যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে **জীবন্মুক্ত** বলা হয়, যদিও তিনি আপাত দৃষ্টিতে জড় অবস্থাতেই রয়েছেন। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত, তিনি এই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/১৮৭) বলা হয়েছে-

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তাঁর কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা কেবল ভগবানেরই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা করেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থাতে রয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আত্মা।"

- উদ্ধব এই রকম অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই ভগবান এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন।
- **গোস্বামী** – ভগবানের এই প্রকার ভক্ত কখনও জড়জাগতিক বল, বুদ্ধি এমনকি বৈরাগ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত জড়া-প্রকৃতির সব রকম আঘাত সহ্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। এই প্রকার গোস্বামীই কেবল ভগবৎ প্রেমের দিব্য রহস্য উদঘাটন করতে পারেন।

📖 ৩.৪.৩২ — ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে আগমন এবং সমাধিমগ্নভাবে অবস্থান –

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস এবং ত্রিলোকের গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উদ্ধব বদরিকা আশ্রমতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সমধিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

গোপনীয় জ্ঞান

- পরমেশ্বর ভগবানকে পরম সত্যরূপে জানবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ভগবদগীতা হচ্ছে এই অপ্রাকৃত জ্ঞানের সারমর্ম।

- নিঃসন্দেহে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান ভগবদগীতা উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু অর্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এবং ভগবদগীতার সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান পূর্ণ করার জন্য তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন, যে জ্ঞান তিনি ভগবদগীতায় বলেননি, সেই জ্ঞান যেন উদ্ধব বিতরণ করেন।
- বদরিকা আশ্রমের মহর্ষিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে ভগবান উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁদের উপদেশ দিতে। এইভাবে অনুমোদিত না হলে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না অথবা প্রচার করা যায় না।
- উদ্ধবের মতো প্রতিটি জীবও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবাহক হতে পারেন, যদি তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পারেন।
- **এই গোপনীয় জ্ঞানের বিষয়বস্তু** – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই গোপনীয় জ্ঞান লৌকিক জগতে শত বর্ষ অবস্থানের পর, তাঁর মহাপ্রস্থান এবং তাঁর কুলের বিনাশের রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সকলে নিশ্চয়ই যদুবংশ ধ্বংসের রহস্য জানবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং সেই রহস্য ভগবান নিশ্চয়ই উদ্ধবের কাছে উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং বদরিকা আশ্রমে নর-নারায়ণ ও অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তা জানাবার জন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

৩৩-৩৬: উদ্ধব কর্তৃক বিদুরকে প্রবোধদান ও পরবর্তী যাত্রা

🕮 ৩.৪.৩৩ — ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্পর্কে উদ্ধবের কাছ থেকে বিদুরের শ্রবণ –

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই জড় জগতে আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে বিদুরও উদ্ধবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন, যে বিষয়ের অনুসন্ধান মহর্ষিরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে করে থাকেন।

তাৎপর্য বিচার

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোধান বিষয়ে গবেষণা

- পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোধানের বিষয় মহর্ষিদের কাছেও রহস্যজনক। একজন মানুষের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং এই নশ্বর জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান সেই গবেষকদের গবেষণার বিষয়। যাঁরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা করেন।
- এই প্রকার বিষয়ের গবেষণা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান উৎসাহের বিষয়, কেননা সেই বিষয়ে গবেষণা করতে হলে, গবেষকদের ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের অনুসন্ধান করতে হয়, যেখানে ভগবান এই জড় জগত থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করার পর প্রবেশ করেন।
- তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা জড় জগত এবং চিৎ জগৎ উভয় স্থানেই বিরাজ করেন। তাই তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব একসাথে চলছে, এবং কেউই নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না, তাঁর কোনটি আরম্ভ এবং কোনটি শেষ।
- তাঁর নিত্যলীলার আদি নেই অথবা অন্ত নেই, তথাকথিত গবেষণার কার্যে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে, শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকেই কেবল সেই সম্বন্ধে জানতে হয়।

🕮 ৩.৪.৩৪ — ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ ও রূপ, অভক্তদের জন্য দুর্বোধ ও মানসিক যন্ত্রনার কারণ –

ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং এই জড় জগতে তাঁর অলৌকিক লীলা-বিলাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ, তাঁর ভক্ত ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং অধীর-চিত্ত, পশু-স্বভাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পাষণ্ডদের জন্য তা কেবল মানসিক যন্ত্রণার কারণ।

তাৎপর্য বিচার

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যারাই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তারাই কমবেশি একটি পশুমাত্র।

🕮 ৩.৪.৩৫ — বিদুরের উচ্চস্বরে রোদনের কারণ –

শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, সেই কথা মনে করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে, বিদুর উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য বিচার

✍ বিদুর যখন জানতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগত থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। তাই তিনি উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। এই ক্রন্দন হচ্ছে ভক্তিযোগের প্রগতিশীল মার্গের চরম অবস্থা। যিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানের জন্য ক্রন্দন করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তির মার্গে সাফল্য লাভ করেছেন।

📖 ৩.৪.৩৬ — কয়েকদিন যমুনা তটে বাস করে অবশেষে গঙ্গা তটে মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের গমন –

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর, গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করছিলেন।

তাৎপর্য বিচার হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর, গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করেছিলেন।

এই পাঠ সহায়িকায় ব্যাবহৃত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের অর্থঃ

- **তাৎপর্য বিচার →** শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য' থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ।
- **সিদ্ধান্ত বিচার →** গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব
- **শিক্ষা বিচার →** ব্যক্তিগত প্রয়োগমূলক শিক্ষা

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য'
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী'
- ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত "ভাগবত সুবোধিনী"